boierpathshala.blogspot.com

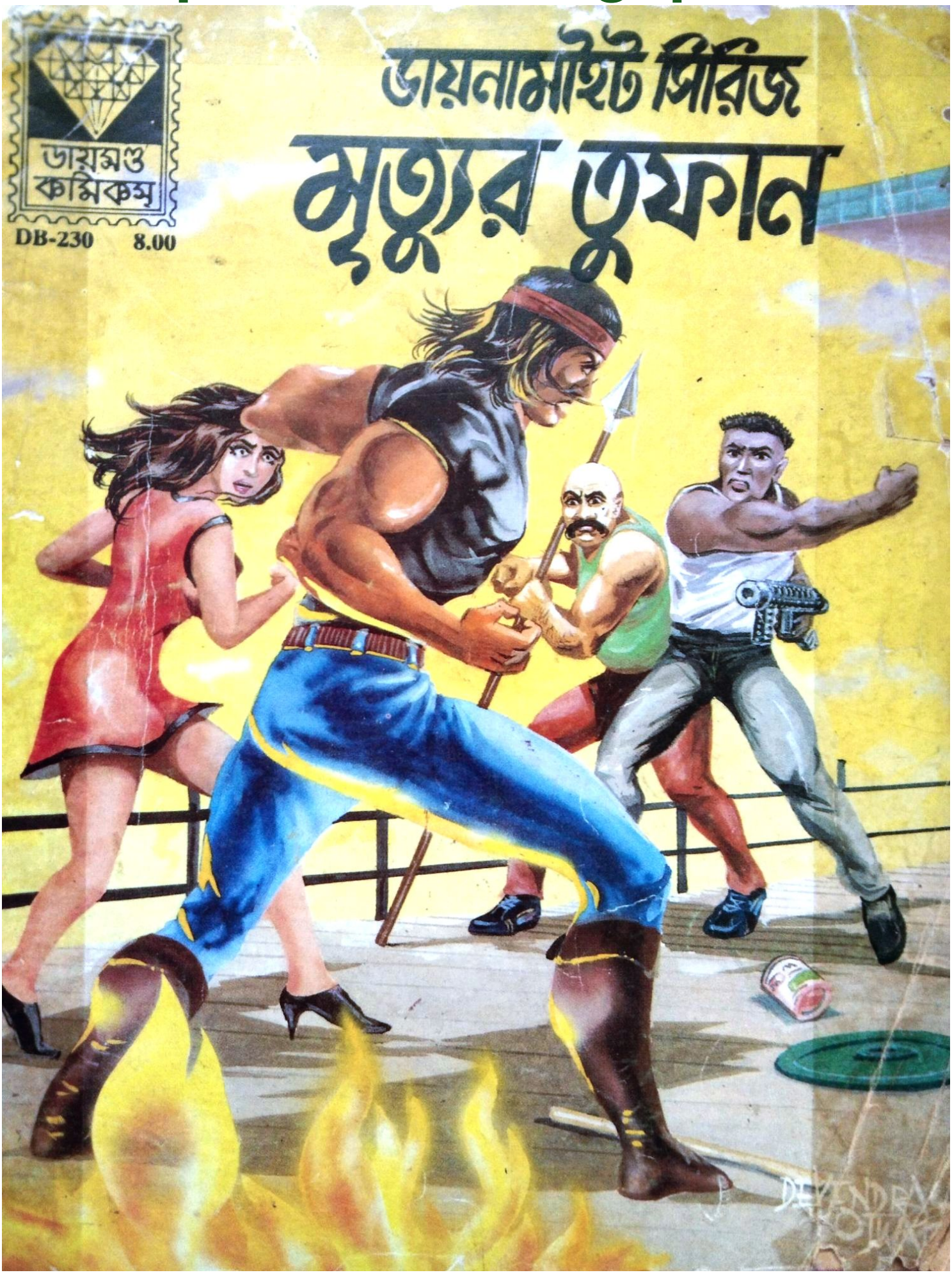

boierpathshala.blogspot.com

মুক্তযুদ্ধ

আগের কমিকস্ 'সাবধান'-এ এসব পড়েছেন। এবার পড়ুন-

বাংলা পিডিএফ ডাউনলোডের জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

Facebook.com/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না, শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

5
সত্যি! মার্ক একটুও বুঝতে পারেনি—
আহা! পাহাড়ের এপারে এসে গেছি! প্লেন এখনো নিশানায় রয়েছে।
মার্ক ট্রিগার টিপল—
ফ্যুম
প্লেন টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ল—
বড়াম
লাভা ঝড়ানো দৃষ্টিতে একজন সব কিছু দেখছিল—
ও হচ্ছে ডায়নামাইট
সেই ডায়নামাইট, যার নামের আতঙ্কে অপরাধীদের হার্ট ফেল হয়ে যায়—
ও নিজের শত্রু মার্ককে হিংস্র দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছিল—
তোর শরীরে মৃত্যুর তুফান ভরে দেব আমি। তোর সব গতিবিধির ওপর আমার লক্ষ্য রয়েছে

আর শত্রু নিজের কাল্পনিক সফলতায় অট্টহাসি হাসছিল।
ডায়নামাইট শেষ। অপরাধ জগতে মার্ক এবার অমর হয়ে উঠবে।
আমি ডায়নামাইটকে মেরেছি। গোটা পৃথিবী এবার মার্ককে সেলাম জানাবে।
বস হারিসকে খবরটা দিই। হ্যালো--- হ্যালো----
বল!
সুসংবাদ, বস! ডায়নামাইট খতম।
নহীঁ!?
ভেরী গুড! খুলে বল, মার্ক।
সব শুনে—
বাহ! পুরস্কারস্বরূপ তুমি মাফিয়া ট্রফি আর পাঁচ লাখ ডলার পাবে।
গুফরানের খবর কি?
কিরমানী ওর পেছু নিয়েছে, বস।
ও-ও শীঘ্রই মরবে।
গুড! এবার আমরা নির্ভয়ে কাজ করতে পারব। নতুন বছর আমাদের জন্য খুশী নিয়ে আসবে বা হ্যাপী!

এখন আমি কিরমানীকে সাহায্য করতে চললাম। বুড়ো গুফরানকেও মার্কই মারবে।
জাহাজে গুফরান -
অন্তিম প্রণাম জানাই তোমাকে, সুজী! তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ
শান্ত হাসি ছড়িয়ে ছিল সুজীর মুখে---- যেন ও মিষ্টি স্বপ্ন দেখছে -
ডায়নামাইটকে আমি কি জবাব দেব, সুজী যে------
তোমাকে আমি রক্ষা করতে পারিনি।
পাষাণ হৃদয় গুফরানের চোখেও জল ভরে এল
তোমার অভিযান আমি শেষ করব, সুজী! হ্যারিসের শেষই তো তোমার স্বপ্ন ছিল।
তখনই -
আরে! মোটর বোট?

কিরমানী!
ও হয়তো আমাকেই খুঁজছে
পেয়েছি!
জাহাজকে পেয়ে গেছি। এবার সুরের খুনীকেও পাব।
ডেক খালি! শালাকে চুপচাপ চেপে ধরব।
তখনই টি.ভি. ট্রান্সমিটারের সিগন্যাল ওর ধ্যানভঙ্গ করল-
বীপ্‌ বীপ্‌
কি খবর, মার্ক?
ডায়নামাইট শেষ, বন্ধু। আমি তোমার সাহায্যে আসছি।

বস্ এ খবর আমাকে দিয়েছে, মার্ক। তুমি এখুনি ডার্ক ল্যাণ্ডে পৌঁছও। বস্ তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।
ও. কে.!
গুফরানের জন্য কিরমানীই যথেষ্ট।
গুফরান কিরমানীর সব গতিবিধি দেখে যাচ্ছিল—
শালা, জলে ঝাঁপ মারতে চলেছে।
ঠিক জাহাজের কাছে গিয়ে উঠব।
বুড়ো টেরও পাবে না।
সব জানি আমি, বৎস।
জাহাজ এসে গেছে।

ওপরে-
হ্যাণ্ডস আপ্! বাপকে ধোঁকা দেওয়া অত সহজ নয়
বাপ!
কিরমানী হচ্ছে সবার বাপ, বুঝেছ?
ঠাক
ওহো!
কিন্তু গুফরান তোর বাপেরও বাপ, বাছু!
চোয়ালে ঘুঁষি আছড়ে পড়ল।
কিন্তু প্রচণ্ড দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে কিরমানী লাফাল।
কিরমানী হচ্ছে এক জ্বলন্ত আগুন, যাতে তোরা সবাই পুড়ে মরবি। নে সামলা।

গুফরানের বুকে প্রচণ্ড আঘাত –
ড়াক
যন্ত্রণায় গুফরানের চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল।
গুফরান যন্ত্রণা সহ্য করতে-করতেও রাগে কাঁপছিল।
কিরমানী! তুই.....
তুই এবার সহজে ফিরবি না। আয়!
ঠিক বলেছ গুফরান। তোমাকে মেরে তবে যাব!
ড়াক
দেখে নে, স্বপ্ন দেখে নে! শীঘ্রই মরবি তুই!
কিরমানীকে ভুলোধোনা করতে লাগল গুফরান।
আঁচ
ড়াক
আহা! পিস্তল
হঠাৎ যেন কিরমানীর মনের আশা পূর্ণ হয়ে পড়ল

হা-হা-হা-
এবার তোর খেল খতম, গুযরান! তোর বন্ধুকেই এবার তুই যমের বাড়ী যাবি।
না!
চোখে আগুন ঝড়তে লাগল।
চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল কিরমানীর।
ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়তে লাগল-
আর মুহূর্তের মধ্যে খুনী ব্যারেল গুলি বৃষ্টি করতে লাগল।
ঠাঁয়ss
ঠাঁয়ss ঠাঁয়
কিন্তু গুলি ওকে প্রচণ্ড নিল।
গুযরানের গায়ে লাগার দ্রুত একপাশে
আগেই দুটো হাত টেনে
ঠাঁয়s ঠাঁয়ss
শিকার হাতছাড়া হতে দেখে কিরমানী ক্ষেপে উঠল-
না!
না!

ঠিক তখনই ওর কাছিতে একটা ছুরি এসে ঢুকল
খক্!
আহ!
এবার কিরমানী যেন চোখের সামনে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যকে দেখছিল
ত্... তুমি!
হ্যাঁ! ভেবেছিলে, ডায়নামাইট শেষ!
কিন্তু!
তোদের মত ছুঁচো ডায়নামাইটকে মারতে পারবে না, কিরমানী!
ঠাঁয়ss ঠাঁয়
নে, মর!
মৃত্যুর তুফান হয়ে তোমার বসকেও শেষ করব আমি
শয়তানী শরীরে অসংখ্য ফুটো হয়ে পড়ল
আহ!

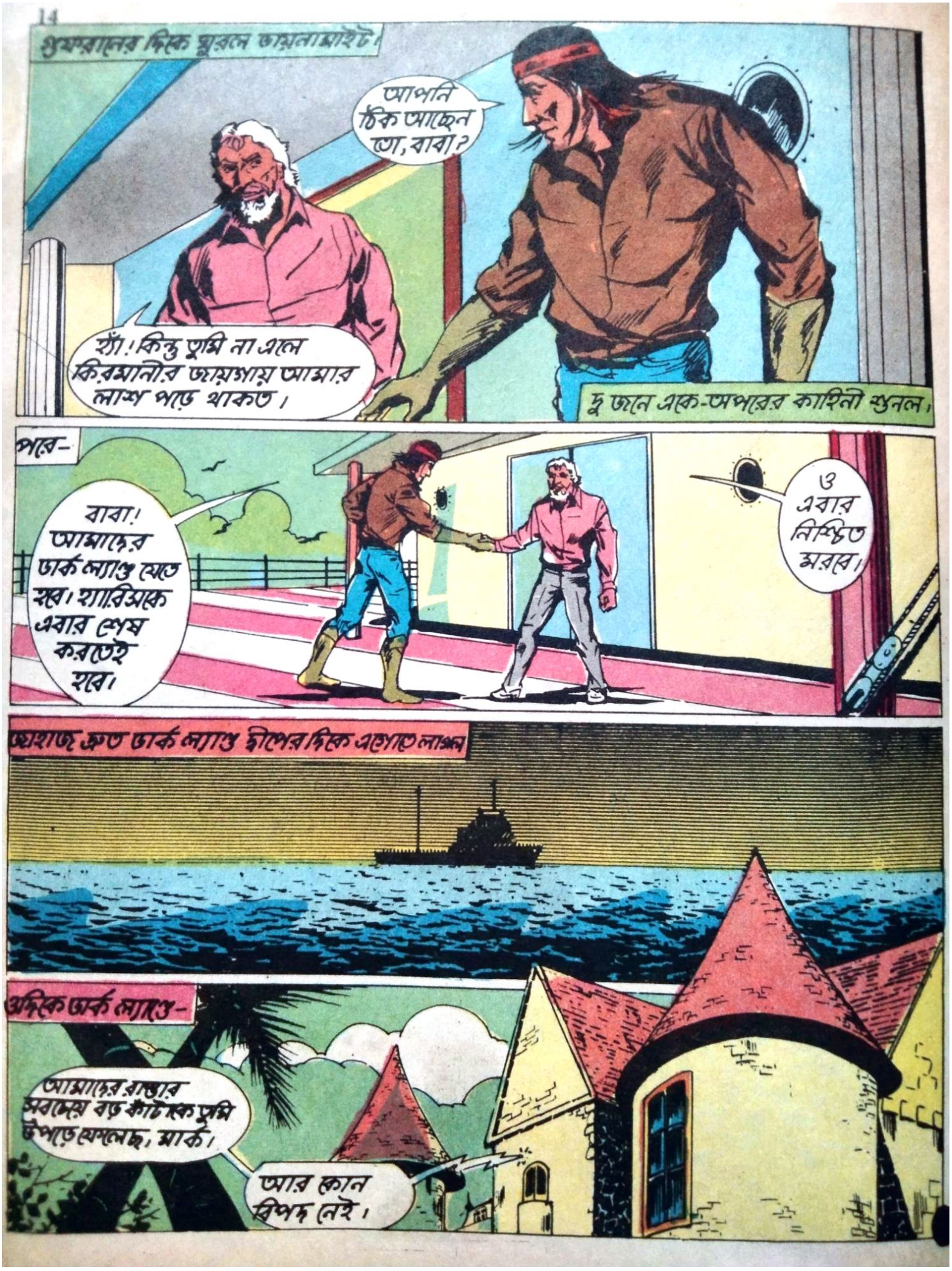
গুফরানের দিকে ঘুরলে ডায়নামাইট।
আপনি ঠিক আছেন তো, বাবা?
হ্যাঁ! কিন্তু তুমি না এলে কিরমানীর জায়গায় আমার লাশ পড়ে থাকত।
দু জনে একে-অপরের কাহিনী শুনল।
পরে—
বাবা! আমাদের ডার্ক ল্যাণ্ড যেতে হবে। হ্যারিসকে এবার শেষ করতেই হবে।
ও এবার নিশ্চিত মরবে।
জাহাজ দ্রুত ডার্ক ল্যাণ্ড দ্বীপের দিকে এগোতে লাগল
অদিকে ডার্ক ল্যাণ্ডে—
আমাদের রাস্তার সবচেয় বড় কাঁটাকে তুমি উপড়ে ফেলেছ, মার্ক।
আর কোন বিপদ নেই।

এই নাও তোমার পুরস্কার।
ধন্যবাদ, বস্!
মার্ক! আজই আমেরিকা থেকে মাল এসে পৌঁছবে। ওগুলো সুরক্ষিত ভাবে গুদামে পৌঁছতে হবে।
রাইট!
এবার আমাদের মালের দিকে কেউ চোখ তুলেও দেখতে পারবে না।
ডায়নামাইট এখন আর বেঁচে নেই। হা-হা-হা!
ওদিকে, সমুদ্রে –
দ্বীপ দেখা যাচ্ছে, বাবা।
আমি আরও কিছু দেখতে পাচ্ছি, ডায়নামাইট।

17
যুদ্ধ জাহাজ
ওটাও দ্বীপের দিকে এগোচ্ছে, বাবা।
হ্যারিস মনে হচ্ছে নিজের শক্তি বাড়াচ্ছে। এক আটকাতেই হবে।
হ্যাঁ! আমরা সাঁতরে ঐ জাহাজ পর্যন্ত্য পৌঁছব।
তারপর গুপ্ত হামলা করব।
যুদ্ধ জাহাজের ওপর হামলা
ছপাক!

যুদ্ধজাহাজে
ক্রুথসী! ডগসন! আমরা দ্বীপে পৌঁছাচ্ছি! বী এ্যালার্ট!
রাইট, রেনসাং
শিপ ইনচার্জ রেনসাং—
ডগসন! এই ট্রাঙ্কগুলো ডেকে নিয়ে যাও।
ও. কে.!
হুঙ্ক--হুঙ্ক! প্রচণ্ড ভারী এবং মূল্যবানও বটে
ডগসন ওপরে পৌঁছতেই, কুকারের ঢাকনার মত একটা হাত ওর মুখ চেপে ধরল—
ওটা ছিল ডায়নামাইটের হাত—
এ তো জ্ঞান হারাল, বাবা! আপনি ট্রাঙ্কগুলো সামলান
হ্যাঁ- হ্যাঁ! এত ভারী

ডগসন এখনও এলো না, বেনসা?
চল, দেখি। স্ন্যাকের নেশা ওকে আলসে করে তুলেছে।
কোন কাজ ও মন দিয়ে করে না। ওকে এবার তাড়াতে হবে।
নেশায় ও বেহুঁশ মনে হচ্ছে।
আরে! ওর কি হল?
?!
ডগসন! ডগসন!
তখনই-
এখন এ চার-পাঁচ ঘন্টা অজ্ঞান থাকবে।

দ্রুত ঘুরে তাকাল বেনসাং
আমার নাম ডায়নামাইট
এ... তুমি?
না!
ও..ও তো মারা গেছে!
ডায়নামাইট হচ্ছে মৃত্যুর অপর নাম, বেন সাং। আর মৃত্যু অপরকে মারে। নিজে মরে না, বুঝেছ!
বুঝেছি। বেনসাং সব বুঝে গেছে।
??
কিন্তু এখনও তুমি বেন-সাংকে বুঝতে পারনি, ডায়নামাইট!

প্রচণ্ড দ্রুত ডায়নামাইটকে দেওয়ালে আছাড় মারল শক্তিশালী বেনসাং —
আহহহ
ঠিক তখনই বেনসাং-এর গায়ে গুলি এসে লাগল —
ঠাঁয়ঽঽঽঽঽ
ঠাঁয়ঽঽঽঽঽ
ঠাঁয়ঽঽঽঽ
গুফরান গুলি চালিয়েছিল —
তুই খুব সহজেই মরলি, বেনসাং! সেটাই আমার দুঃখ!
ঠাঁয়ঽঽ
আর্টঽ
এ তো শেষ, কিন্তু ঐ মেয়েটা?
ও পালাচ্ছে!
ক্রুথসী
হুক্ক হুক্ক

ব... বস্! ফুথসী বলছি!
হ্যারিস বলছি! বল!
ডায়নামাইট জাহাজ দখল করে নিয়েছে। বেনসাঃ মারা...!
কি বলছ কি? ডায়নামাইট তো মরে গেছে!
না, বস্! ও...ও বেঁচে। ঐ যে আসছে ও।
হ্যাঁ, বাছু!
ডায়নামাইট বেঁচে আছে আর খুব শীঘ্রই তোর কাছে পৌঁছচ্ছে! ততক্ষণ তুই জীবনের মজা লুটে নে।
ওফ হো!
হ্যারিস চেঁচিয়ে উঠল—
মা কী
শালা হ্যারিস পাগল হয়ে উঠল নাকি?

যখন মার্কও খবরটা শুনল-
না, বস্ ওর প্লেন আমি নিজে ক্রাশ করিয়েছিলাম। ও... বেঁচে থাকতে পারে না।
সত্যি কথা জানতে এখুনি তুমি জাহাজে পৌঁছও, মার্ক!
রাইট, বস্!
হ্যারিসের গলাটা কোবরা সাপের চেয়েও বেশী বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল
ডায়নামাইট বেঁচে থাকলে তুমি এক অত্যন্ত দামী উপহার পাবে, মার্ক!
...ভয়ংকর মৃত্যুর উপহার! ব্যর্থ লোকেদের হ্যারিসের কোন প্রয়োজন নেই।
ব...বস্! আমি আপনার নুন খেয়েছি!
তুমি গুলিটা আমারই খাবে!
হ... হ্যাঁ!

২৬
যুদ্ধ জাহাজে-
বেচারী কথসী আর বনসাং।
মরে কুমীরদের খাবার হয়ে পড়ল। তবু, কিছুটা পুণ্য করল।
এই সব ট্রাঙ্কে কি থাকতে পারে, ডায়নামাইট?
কেবিন
খুলে দেখি!
ওহো! চুরির মাল!
সোনার বিস্কুট! হাতীর দাঁত, মূল্যবান শেকড়-বাকড়, বোম!
কোটি কোটি ডলারের মাল।
আহ! আমাকে কে অজ্ঞান করল?

আরে! এরা কোত্থেকে এল? সমুদ্রী দস্যু!
এদের আটকাতে হবে।
জাগো, আফ্রিকার বিষধরেরা!
এদের নীচে পাঠিয়ে দিই!
ফোঁস
ফোঁস
ওদের দু জনকে শেষ করে দেবে এরা। হা-হা-হা!
ডায়নামাইট, আপ! বাঁচো!
ওহো!

28
এত সাপ এলো কোত্থেকে?
হিস্‌স
ডায়নামাইট দ্রুত ছুরী বের করে নিল —
ক্ষমা কোর, বন্ধুরা! শত্রুর মোকাবিলা করতে আমি ভালই জানি।
ধুম্
আমিও!
ঠাঁয় ঠাঁয়
ঠাঁয় ঠাঁয় ঠাঁয় ঠাঁয়
সাপ ওপর থেকে আসছে, ডায়নামাইট। পেছনের রাস্তা দিয়ে গিয়ে এদের গর্ত খুঁজতে হবে।
হ্যাঁ!
ওপর—
ঐ ট্রাকটা থেকে সাপ বেরোচ্ছে, বাবা।
অজ্ঞান ডগসনকে আমরা তো ভুলেই গেছিলাম ও জ্ঞান ফিরতেই শয়তানী শুরু করে দিয়েছে।

স্যাকের নেশায় চুর ডগসন হঠাৎ ক্ষেপে উঠল—
ক্... কি করছ ভাই? প্রথমে অজ্ঞান করলে, এখন কি প্রাণে মারবে?
সত্যি কথা না বললে সত্যি মেরে ফেলব।
হ্যারিস এই সাপেদের নিয়ে কি করে, বল?
এদের বিষ থেকে স্যাক আর হেরোইন তৈরী করে।
তারপর সেগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচুর দামে বেচে। ঈ ssss
ssssss
ওহো! ওকে সাপে কামড়েছে!
আমাদের কাজটা সহজ হয়ে গেল।

যুদ্ধ জাহাজে: ডেং আর গ্যাং, তৈরী থেক!
ডেং তৈরী!
গ্যাং ও
একটু পরে নিঃশব্দে .....
..যুদ্ধ জাহাজের দিকে এগোচ্ছিল সিল ছে
জাহাজে-
একেও কুমীরের মুখে ফেলে দেব, বাবা?
নিশ্চয়ই!
এ্যাই?
মার্ক! যে আমার প্লেন নষ্ট করে দিয়েছিল!
ওহো! ও নিজেই মরতে এসেছে!
স্বাগতম, মার্ক! 'মৃত্যুর তুফান' ডায়নামাইট তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে

মরবি তুই, ডায়নামাইট! তোর মৃত্যুই হচ্ছে মার্কের জীবন!
শুট দেম! ঝাঁঝড়া করে দাও ওদের!
ধাঁয় ধাঁয়
ঠাঁয় ঠাঁয় ঠাঁয়
আমি নীচে থেকে বোম আনছি, বাবা!
ও. কে.! ততক্ষণ এদের আটকে রাখছি!
বাবা! এই নিন বোম! উড়িয়ে দিন ওদের!
গুড!

32
দু জনে একসঙ্গে বোম ছুঁড়ল—
বাবা! বোমগুলোর ভাগ্য দেখুন! নিজের মালিকেরই প্রাণ নেবে।
বোমেদের শত্রু-মিত্র জ্ঞান থাকে না। ওরা শুধু মারতে জানে।
একটা বোম গ্যাং আর ডেং কে উড়িয়ে দিল—
ভড়
ছেঁড়া দড়ি ধরে মার্ক মোটর বোটের দিকে ঝুলে চলল—
ওহো! বাঁচতে হবে
ওদের মিসাইল দিয়ে ওড়াব
মার্ক পুরো জাহাজ ওড়াবে।
মিসাইল কন্ট্রোল রুম
খট্
এই বোতাম টিপলাম
সার এই গেল মিসাইল।
জুম্ম!

মিসাইল জাহাজের একটা অংশ উড়িয়ে দিল-
গুড়ুম!
পারে মিসাইল পুরো জাহাজ উড়িয়ে দিতে পারে, বাবা!
তার আগেই মোটর বোট ওড়াতে হবে, ডায়নামাইট!
এই বোম মোটর বোট ওড়াবে।
ভড়াম
শেষ!

আগুন বাড়ছে, ডায়নামাইট, জাহাজ ছাড়তে হবে।
হ্যারিসের দ্বীপের কিনারা খুবই কাছে।
ঐ বাড়ীর ওপর হামলা করতে হবে আমাদের।
কিন্তু খুব সাবধান। বাড়ীর প্রতিটা কোনে ইলেকট্রনিকস প্রহরী রয়েছে - ডগসন তাই বলেছিল।
হ্যারিস এখন ম্যাডাম মিয়াও-এর সঙ্গে কথা বলছে-
কি বলছেন, মি. হ্যারিস? ও বেঁচে আছে?
ইয়েস ম্যাডাম। ও এবারও আমাদের চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হয়েছে।
ও আমাদের সব সাথীকে মেরে ফেলছে। এখন কি করব, ম্যাডাম মিয়াও?
আপনি এখুনি আফ্রিকা চলে আসুন।
ও নিশ্চয়ই আপনার খোঁজে এখানে আসবে। তখন আর ও বাঁচবে না।
মন্দ বলেন নি। আমি এখুনি আসছি।

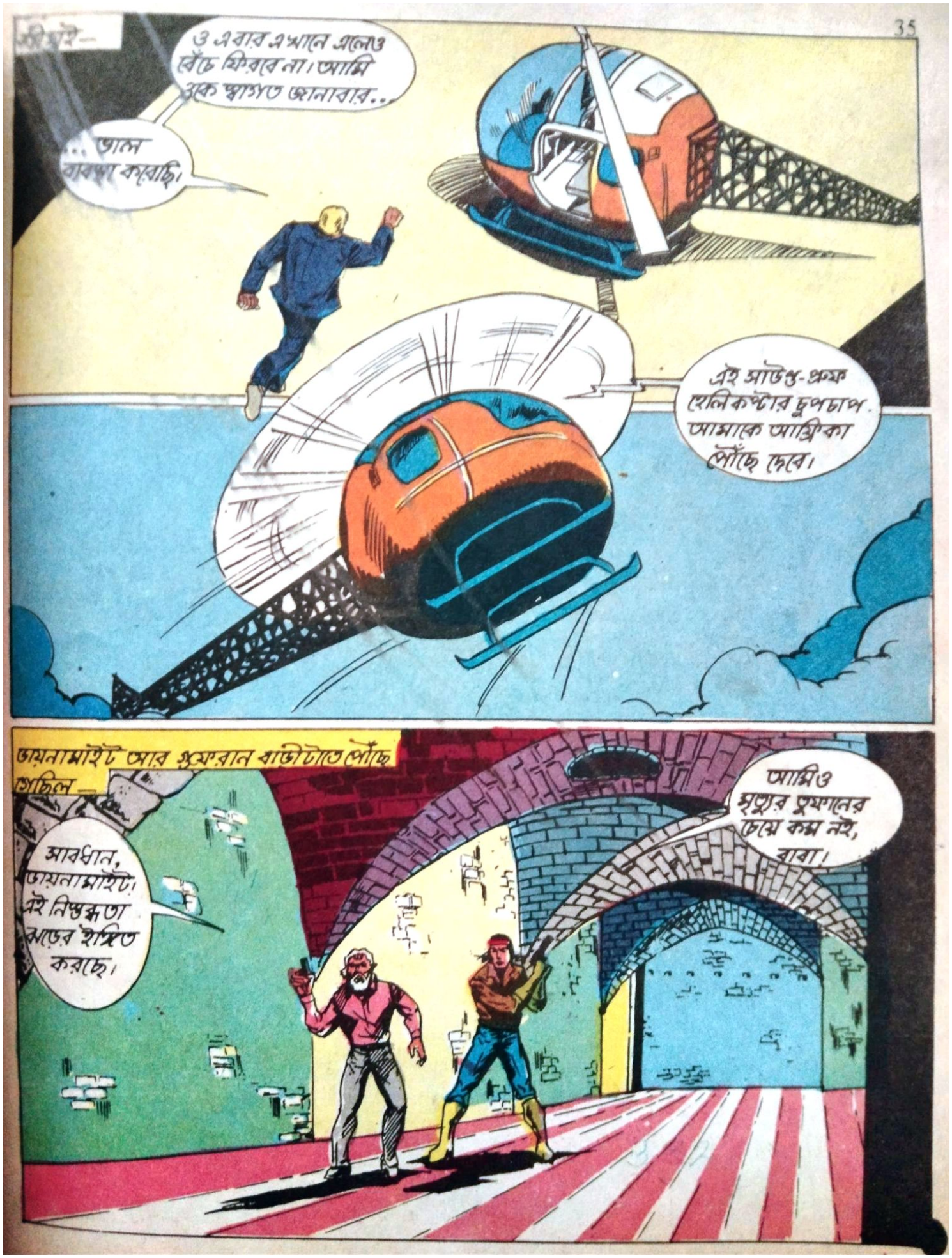
35
ও এবার এখানে এলেও বেঁচে ফিরবে না। আমি ওকে স্বাগত জানাবার..
.. ভাল ব্যবস্থা করেছি।
এই সাউণ্ড-প্রুফ হেলিকপ্টার চুপচাপ আমাকে আফ্রিকা পৌঁছে দেবে।
ডায়নামাইট আর গুফরান বাড়িটাতে পৌঁছে গেছিল —
সাবধান, ডায়নামাইট। এই নিস্তব্ধতা ঝড়ের ইঙ্গিত করছে।
আমিও মৃত্যুর তুফানের চেয়ে কম নই, বাবা।

রোবোটের থেকে সাবধান, ডায়নামাইট! এর চোখ দিয়ে লেজার কিরণ বেরোচ্ছে।
উফ্!
অন্য একটা ঘরে —
টিক্... টিক্... টিক্... টিক্... টিক্... টিক্
আওয়াজটা?
বিপদ!
এ খামটা কিসের?
খাম ছিঁড়ে ডায়নামাইট চিঠি বের করল —
অর্কল্যাণ্ড
ডায়নামাইট,
এই বাড়ীটার প্রতিটা কোনে টাইম-বোম ফিট করা আছে। আমি আফ্রিকা চল্লাম! গুডলাক!
শুভাকাঙ্খী,
হ্যারিস
ঘড়ির মৃদু টিক্-টিক্-ও সেই মুহূর্তে মৃত্যুর ভয়ানক আর্তনাদে বদলে গেল।
টাইম-বোমকে খুঁজে বের করা খুবই মুস্কিল, বাবা! দৌড়োন!
সাবধানে ডায়নামাইট! কোন জিনিসে যেন না ধাক্কা লাগে।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com